R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

A Great News to all !
FINALLY WEB WORLD EDUCATION Introduces a six months certificate course for beginners & also for professionals.
For Details Contact at
HAQUE PHARMACY
Raghunathganj, Garighat
Ph. (03483) 66295

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
১৯শে এপ্রিল, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ধুলিয়ানে কংগ্রেস আবার ভাঙ্গছে, সমঝোতা হয়নি বামফ্রন্টেও

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ পুর নির্বাচনের আগে ধুলিয়ানে কংগ্রেস আবার ভাঙ্গছে। আসন সমঝোতা এখনও হয়নি বামফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের মধ্যেও। গত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে এই এলাকার বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মী তৃণমূলে যোগ দেন। বর্তমানে যে দুই স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে তারা হলেন রাণাপ্রতাপ সিংহ ও কল্যাণ গুপ্ত। তাদের মতে বর্তমানে স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা দল পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। কিছু কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে এলাকার সমাজবিরোধী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের গোপন আঁতাত আছে। অন্যদিকে গত ২৩ মার্চ ধুলিয়ান অগ্রাসন ভবনে অতীশ সিংহ, অধীররঞ্জন চৌধুরী, তাপস রায়, মইনুল হক, মহঃ সোহরাব, হুমায়ুন রেজা প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়ে আগামী পুর নির্বাচনকে সামনে রেখে এক কর্মী সম্মেলন করেন, যা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে শান্ত করতে পারেনি বলে জানা যায়। এদিকে বিজেপির জবরদস্ত স্থানীয় নেতা সত্যদেব গুপ্ত গত ২ এপ্রিল দলত্যাগ করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতা সহিদুল আলম ও লাল মহম্মদ জানান বর্তমান পৌরবোর্ডে কংগ্রেস বিজেপির উপর থেকে সমর্থন না তোলা পর্যন্ত পুরভোটে তৃণমূল কংগ্রেস কোন আসন সমঝোতায় যাবে না কংগ্রেসের সঙ্গে। অন্যদিকে সমসেরগঞ্জ থানার আর এস পি নেতা দীপক তলাপাত্রর কূটনৈতিক চালে বামফ্রন্টেও সমঝোতা হ'ল না। এখন পর্যন্ত যা খবর তাতে পুরভোটে সিপিএম, (শেষ পৃষ্ঠায়)

বীরেন্দ্রনগর ও ফ্রেজারনগর গ্রামে সিপিএম-বিজেপি সংঘর্ষ বন্ধে প্রশাসনের কোন মাথাব্যথা নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আবার রঘুনাথগঞ্জ থানার বীরেন্দ্রনগর রক্তাক্ত। গত ২৪ মার্চ বেলা ১টা নাগাদ বোমা ফাটিয়ে সিপিএমের দুই দুর্ধর্ষ ব্যক্তির ইঙ্গিতে ফ্রেজারনগর থেকে বেশ কিছু সশস্ত্র লোকজন এই গ্রামে ঢুকে প্রচুর বোমাবাজী করে। ঐ সময়ে বিজেপির জনৈক কিশোর বিধান মন্ডলকে ঐ দুই দুর্ধর্ষ ব্যক্তি নরেশ মন্ডল ও চাঁদু সরকার বন্দুক দিয়ে গুলি করে। বর্তমানে সে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি আছে। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিজেপির জনৈক নেতার অভিযোগ ফ্রেজারনগরের এই গুন্ডা বাহিনীর গুলিতে পর পর অন্ততঃ ৭/৮ জন জখম হলেও পুলিশ একটা বন্দুকও সীজ করেনি, কোন গ্রেপ্তারও নাই। দুষ্কৃতীরা লক্ষাধিক টাকার ফসল লুঠ করেছে। ৩০/৪০ বিঘে জমি আজও পতিত পড়ে আছে। সবকিছু জেনেও প্রশাসন নীরব। বরং মদত দিয়ে যাতে ঐ এলাকায় আমরা আত্মসমর্পণ করি তার জন্য আমাদের লোকদের মিথ্যা মামলায় জর্জরিত করছে। শাসক দলের চিহ্নিত একটা সমাজবিরোধীকেও ধরেনি। রাস্তা নিয়ে গন্ডগোল মূলতঃ বছর দশেক ধরে। উল্লেখ্য, প্রশাসনের সমস্ত দায়িত্বশীল পদাধিকারীরা মহকুমা শাসকের খাস কামড়ায় সমাধানের সূত্র খুঁজতে বসেছিলেন গত ২০/১/২০০০। সেই বৈঠকে এস, ডি, পি, ও, থানার ও, সি এবং সিপিএমের জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেছিলেন এরপর কোন অত্যাচার (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রাথমিক শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের "সহজ পাঠ" উপেক্ষিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ভাষা শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সহজ পাঠ" গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। অথচ আজ "সহজ পাঠ" উপেক্ষিত। ১৯৮১ সালে এই বইটিকে বাদ দিয়ে "কিশলয়" নামে নূতন বই (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য) প্রকাশ করা হয়। সে সময় পশ্চিমবাংলায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

আবার স্টেট বাসে ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ এপ্রিল রাতে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে ফরাক্কার অর্জুনপুরের কাছে ডাকাতি হয়। বাসটি বাঁকুড়া থেকে রায়গঞ্জ যাচ্ছিল। জানা যায়, কয়েকজন দুর্বৃত্ত যাত্রী হয়ে ধুলিয়ান থেকে ঐ বাসে ওঠে। বাসটি ফরাক্কায় (৩য় পৃষ্ঠায়)

সাগরদীঘির গ্রামাঞ্চলে কেরোসিনের আকাল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে সাগরদীঘির মনিগ্রাম, বালিয়া ও কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন এম, আর, ডিলার এলাকায় কেরোসিন দেননি। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা বেড়েছে। খবরে প্রকাশ, ঐ সব ডিলারদের যোগসাজসে সাগরদীঘির হোলসেলার গ্রামের মানুষদের বঞ্চিত করে ঐ সব অঞ্চলের প্রায় বার হাজার লিটার তেল কালো বাজারে বিক্রী করে। এ ব্যাপারে সাগরদীঘির বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ নববর্ষারম্ভে ॥

কালের অনন্ত যাত্রাপথে নববর্ষ চৌদ্দশত সাত সনকে স্বাগত জানাইতেছি। বিগত বৎসরে কী পাইনি, আর কী পাইয়াছি, তাহার হিসাব-নিকাশ করা অপেক্ষা চলমান নববর্ষ কী দিবে, তাহার জন্য আশায়-আশায় থাকিতে হইবে, ইহাই প্রধান। দিনযাপনের গ্লানি, না, সার্থকতায় উজ্জ্বল দিন, কী যে মহাকালের ভাণ্ডারে জমা রহিয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। তবে আশার ছলনা বা আশার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি, যাহাই হউক, শুভ কিছুর প্রত্যাশা সকলেরই অন্তরে জাগিতে পারে। আর এই বোধই সকলকে সকল পরিস্থিতিতে চালিত করে।

প্রাক নববর্ষারম্ভ হইতে রাজ্যের রাজনীতিতে 'মহাজোট' লইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে। ক্ষমতাসীন শাসকদলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য কয়েকটি প্রধান বিরোধী দল একজোট হইয়া অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাইতে কায়েমি স্বার্থবাজদের ধান্দাবাজির ইতি করিতে হইবে—ইহাই অভিযানের উদ্দেশ্য। 'মহাজোট'-এর শরিক দলের মধ্যে এই সংগ্রামে কোনও বিরুদ্ধ মনোভাব যেন না থাকে, এই আভাস দেওয়া হইতেছে। আর তাহাতে নাকি সাড়াও পাওয়া যাইতেছে। অপর পক্ষ অর্থাৎ শাসক পক্ষ 'মহাজোট'-কে দুর্বল করিয়া দিবার প্রচেষ্টা যে চালাইবে, তাহা অনস্বীকার্য। তাই নূতন বৎসরে কাহার ভাগ্যে জয়মাল্য রহিয়াছে, তাহাই দেখার।

চমকপ্রদ কিছু লইয়া এই রাজ্যে নববর্ষের পথ পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার মানুষ দুইটি নূতন ট্রেনের সুযোগ পাইলেন। শিয়ালদহ—অমৃতসর 'অকাল তখত এক্সপ্রেস' পূর্বে চালু হইয়াছে। বৎসরের শুভ দিনে শিয়ালদহ—নিউজলপাইগুড়ি 'কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস' পথে নামিয়াছে। শিয়ালদহ—নয়াদিল্লী 'রাজধানী এক্সপ্রেস'ও চলিবে। উপগ্রহের মাধ্যমে এক নূতন চ্যানেল 'ই টিভি বাংলা'-র সম্প্রচার আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি বৎসর যেমন বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, তেমনই সঙ্গীত মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছে। প্রতি বৎসর এইরূপ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নববর্ষের চমকপ্রদ প্রাপ্তি হইতেছে—রাজ্যের সরকারী দপ্তরে বাংলায় কাজকর্ম চালু। অবশ্য পুরাপুরি বাংলা চালু করিতে একটু সময় লাগিবে। এতদিনের অভ্যস্ত ইংরাজী ছক বাদ দিয়া মাতৃভাষা বাংলার ছক অভ্যাস করিতে অনেকেই হয়ত অসুবিধায় পড়িবেন; বিশেষতঃ পরিভাষার যথেষ্ট অভাব থাকায় প্রথম প্রথম অসুবিধা বড় হইয়া দেখা দিবে। নূতন পরিভাষা রপ্ত করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হইবে। আবার নূতন পরিভাষা অনেকের নিকট দুর্বোধ্য ঠেকিতেছে; তাই তাঁহারা সরকারী কাজকর্মে বাংলা চালু করিতে উৎসাহ হারাইতেছেন। পুলিশ—আরক্ষা বাহিনী, সাবইন্সপেক্টর—অবর পরিদর্শক, জেনারেল ডায়েরি—সাধারণ দিনপঞ্জী, ট্রাফিক পুলিশ—পরিযান পুলিশ (পরিযান আরক্ষা বাহিনী নয় কেন?), সিনিয়র ডেপুটি কমিশনার—জ্যেষ্ঠ উপনগরপাল ইত্যাদি পরিভাষা আরক্ষা প্রশাসনে স্থান লইয়াছে। এইরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা পরিভাষা নানা চমক আনিবে। তবে ইহা ক্রমে ক্রমে রপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক নববঙ্গবর্ষ সকলের কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করুক, পত্রিকার পক্ষ হইতে আমরা এই শুভকামনা জানাইতেছি।

ওয়ার্ক কালচার

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্তমানে সরকার নিশ্চেষ্ট ভূমিকামাত্র পালন করে না। পুলিশি প্রশাসনের পরিবর্তে সর্বত্র সরকার আজ জনকল্যাণে ব্রতী একটি মহৎ প্রতিষ্ঠান। সরকারের বহুতর মঙ্গলপ্রকল্প ও প্রয়াগগুলিকে সার্থক রূপ দিতে বলে। সেগুলিকে সফল করে তুলতে হলে সরকারী কর্মচারীদের এগিয়ে আসতে হবে, ঠিকমতো কাজ করতে হবে। ফাঁকি দিয়ে কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। ঠিক সময়ে আপিসে আসা এবং ঠিক সময়ে আপিস থেকে যাওয়া কার্যকরী হবে না, যদি আমরা এই সময়টিকে অনলস কাজের দ্বারা পরিপূর্ণ করে না তুলি। যদি আপিসে এসে চেয়ারে রুমাল বেঁধে নিজের আসা প্রমাণ করে ডুব মারি, কিংবা চার্লস ল্যামের মতো দেরীতে আপিসে আসার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলি, "কিন্তু স্যার আমি আপিস থেকে বের হই ঠিক সময়ের আগে", কিংবা যদি আপিসে এসে শুধু চা পান করি, খবরের কাগজ পড়ি, কিংবা আড্ডা দিই, তাহলে পুরো ৭ ঘণ্টা আপিসে থাকলেও কাজের কাজ কিছু হবে না। এই সাত ঘণ্টা কংক্রিট কী কাজ করা হয়েছে তা দেখাতে হবে এবং কাজে প্রমাণ করতে হবে। এবং তা করতে হলে দেশকে আপন মনে করে ভালোবাসতে শিখতে হবে। প্রকৃত স্বদেশ চেতনা না থাকলে কর্মচেতনা বা কর্মনিষ্ঠা আসতে পারে না। আমরা যখন সরকারের কাজকে নিজের কাজ বলে মনে করতে পারব, সরকারী টাকা-পয়সার হিসাব নিজের হিসাব বলে মনে করতে পারব তখনই আমাদের কাজ সার্থক হবে। এই সার্থকতা তখনই আসবে যখন আমরা দেশকে ভালোবাসতে শিখব, দেশের আপামর জনসাধারণকে নিজের লোক বলে মনে করতে পারব।

অত্যন্ত দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় আমরা সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিতে শিখেছি। আমরা পরানুকরণ করতে ভালোবাসি অপরের বেশভূষা ও কথাবার্তা ও বাইরের চালচলন। অন্যদেশ যেভাবে নিজেদের সর্বাঙ্গীণভাবে উন্নতি করতে শিখেছে সে শিক্ষা আমরা নিতে শিখিনা। আমরা বিদেশীদের মদ্যপান রীতি, হালকা নাচগান নকল করতে ভালোবাসি, কিন্তু তারা দেশের জন্য এক কাট্টা হয়ে প্রাণ দিতে পারে সে শিক্ষা গ্রহণ করিনি। কারগিলে জওয়ানরা যে নির্ভীক বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে, দেশের জনসাধারণ যেদিন সেই নির্ভীকতা দেখাতে পারবে সেইদিনই আমাদের কর্মতৎপরতা তাৎপর্যপূর্ণ হবে। শুধু ঠিক সময়ে আপিস যাওয়া ও ঠিক সময়ে আপিস থেকে বের হওয়ার দ্বারা আমরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারব না। স্বদেশ চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য যেদিন প্রকৃত প্রভাবে কর্মনিষ্ঠ হতে পারব সেই দিনই সার্থক হবে ওয়ার্ক কালচার এবং ঠিক সময়ে আপিস যাওয়া ও আপিস থেকে ফেরা।

(শেষ)

অভিযোগের প্রতিবাদে প্রধান শিক্ষক

জঙ্গিপুর: গত ২২ মার্চ জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় সামশুল আলম খাঁন স্থানীয় পুর এলাকার চার নং ওয়ার্ডের রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামশুল হকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনেন তার প্রতিবাদ করলেন প্রধান শিক্ষকসহ দশজন সদস্য, অভিভাবক ও শিক্ষক। অভিযোগ পত্রে তাঁরা জানান, এই বিদ্যালয়ের ওয়ার্ড কমিটির সদস্যকে নিয়ে চাল বণ্টন করা হয় এবং ডিপিইপি-র টাকার হিসাব ওয়ার্ড কমিটির সভায় অনুমোদিতও হয়। অভিযোগকারী সামশুল সদস্য হয়েও ইচ্ছাকৃতভাবে সভায় অনুপস্থিত থাকেন এবং সব কাজে অসহযোগিতা করেন বলে ঐ দশজন স্বাক্ষরকারী অভিযোগপত্রে জানান।

জঙ্গিপুরে অশান্তি ছাড়া মহরম শান্তিতেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৬ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জে মহরম শান্তিতে পালিত হলেও জঙ্গিপুরে ছোটখাটো গন্ডগোল হয়। রঘুনাথগঞ্জে বালিঘাটা, কানুপুর, খিদিরপুর প্রভৃতি স্থান থেকে মহরমের সুসজ্জিত শোভাযাত্রাসহ তাজিয়া বের হয়। কোথাও কোন গন্ডগোলের খবর পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে জঙ্গিপুরে ফতেখাঁর জঙ্গল, লুটবাগান, রহমানপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থান থেকে তাজিয়া বের হয়। নয়া মুকুন্দপুরের 'মসিয়া' সকল সম্প্রদায়ের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে রাতের দিকে অপ্রকৃতস্থ হয়ে বাবুবাজার এলাকায় রহমানপুরের মিছিলের কিছু যুবক অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করলে পুলিশ এবং স্থানীয় আর এস পি কর্মী পশুপতি চক্রবর্তীসহ এলাকার যুবকরা ঝামেলা বেশীদূর গড়াতে দেননি। রহমানপুরের মিছিলে এক যুবক এক কিশোরকে সাইকেলের সাইড না দেওয়া নিয়ে মারধোর করলে পুলিশের মধ্যস্থতায় তা মিটে যায়।

সফদার হাসমির জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৩ এপ্রিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গীপুর শাখার যৌথ উদ্যোগে পথ-নাট্যকার তথা গণনাট্যকার সফদার হাসমির জন্মদিন সমারোহে পালিত হয় জঙ্গীপুর নেতাজী পার্কে। সংঘ সংগীত পরিবেশন করেন জঙ্গীপুর শাখার সভাপতি সুকুমার গোস্বামী। সফদার হাসমির জীবন পর্যালোচনা করে গিয়াসুদ্দিন নাট্যকার হাসমিকে মানুষ ও মানবতার শিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করেন। জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শোকরানা মন্ডল বলেন হাসমি শুধুমাত্র নাট্যকারের নাম নয় —হাসমি একটি আদর্শ। বিশিষ্ট সমাজসেবী কেতকীকুমার পাল বলেন, নাটক যে সমাজ জীবনের দর্পণ সে কথা হাসমি নিজের জীবন বলি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি হরিলাল দাস সফদার হাসমির আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন যারা সমাজের নান্দনিক পরিবেশকে ক্রমাগত নষ্ট করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী জীবনের জ্বলন্ত আদর্শ পুরুষ হাসমি। রঘুনাথগঞ্জ শাখা সম্পাদক অম্বুজা রাহা প্রয়াত নাট্যকারের জীবনালেখ্য বিশ্লেষণ করেন। জঙ্গীপুর শাখা সম্পাদক সমর বারিক শিল্পীর সাংস্কৃতিক মননশীলতার তথ্য জ্ঞাপন করেন। আজকের দিনটিকে স্মরণীয় করে জঙ্গীপুর থেকে হাওড়া সকালের দিকে একটি দ্রুতগামী ট্রেনের জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর নিকট গণ আবেদন জানানো হয়। দশ হাজার "পোষ্টকার্ডে" এই গণ আবেদন পাঠানোর মূল উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ভারতীয় গণনাট্যের সক্রিয় সদস্য সিদ্ধার্থ মুখার্জী ও সুভাষ মুখার্জী।

দাদাঠাকুরের পুত্রবধূর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দাদাঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র প্রয়াত অমলকুমার পন্ডিতের সহধর্মিণী বাণী দেবী গত ১৮ এপ্রিল তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। কয়েক বছর আগে তাঁর শরীরে 'স্পেসমেকার' বসানো হয়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড
পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

আবার ষ্টেট বাসে ডাকাতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঢোকার আগে দুর্বৃত্তরা বন্দুক ও ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে বাসযাত্রীদের একজনের কাছ থেকে ১৭,০০০ ও আর একজনের কাজ থেকে ২০,০০০ নগদ টাকা ছাড়া কনডাকটরের টাকার ব্যাগ ও অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে অন্ধকারে বাস থেকে নেমে যায়। বাস ড্রাইভার অভিযোগ করেন ফরাক্কা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে তাদের অযথা ৩/৪ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। এরফলে যাত্রীদের বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের ভোগান্তির একশেষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গ এক সার্থক 'ভারততীর্থ'

সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই বঙ্গভূমি পারস্পরিক বোঝাপড়ায় এক সুমহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সেই ঐতিহ্য হল পরকে আপনরূপে বরণ করে নেওয়ার ঐতিহ্য। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ আজ অবধি সেই মহান ঐতিহ্য লালনপালন করে চলেছে। এই রাজ্যে বসবাস করে নানা ভাষা-জাতি-ধর্মের নানান প্রদেশের মানুষ। এই রাজ্যের দ্বার সদাই উন্মুক্ত সারা বিশ্বের কাছে। সাম্প্রতিককালে যখন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি আবার নতুনরূপে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তৈরী করছিল এক অনাকাঙ্খিত পরিবেশ, তখন একমাত্র এই রাজ্যের মানুষই ছিল রাজ্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন। প্রতি মুহূর্তে সচেতন থেকে ধিক্কার জানিয়েছিল ওই দুষ্টচক্রের কার্যকলাপকে। এই পদক্ষেপ আজ চূড়ান্ত সত্য হিসাবে প্রমাণিত।

বামফ্রন্ট সরকার বিগত বাইশ বছরে এই রাজ্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে শুধু লালনই করেনি, তাকে আরো ব্যাপক করেছে, নতুন প্রজন্মকে চিনিয়েছে শিকড়ের ইতিহাস আর বর্তমান প্রজন্মকে পালন করতে শিখিয়েছে ঐতিহ্যের পরম্পরা।

পশ্চিমবঙ্গ তাই আজ সর্ব অর্থেই কবিগুরুর স্বপ্নের ভারততীর্থ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অগ্রগতির পথে প্রত্যয়ের তেইশ বছর

স্মারক নং ১৭৬(৩৪) আই-এন-এফ / এম. এস. ডি.,
তারিখ ১০/৪/২০০০

৭ দিনের মধ্যে বাড়ি বিক্রয়

জঙ্গিপুর পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ডে সাহেববাজার (তাঁতীপাড়া) এলাকায় সদর রাস্তা সংলগ্ন ৮ শতক জায়গার উপর বাড়ি ও বাড়ির পার্শ্বের ৭ শতক জায়গাসহ মোট ১৫ শতকের প্লট বিক্রয় হইবে। উক্ত প্লটের মালিক আবদুল মালেক সেখ।

অতি শীঘ্র যোগাযোগ করুন—
মীরা খাঁন
রঘুনাথপুর ফোন নং ৬৪২৪৮

কমিশনার (৪নং ওয়ার্ড)
জঙ্গিপুর পুরসভা

জমি বিক্রী

গোপালনগর (মিঞাপুর) ইটভাটার পাশে সদর রাস্তার কাছে প্লট করে জমি এবং ভুরকুন্ডার মাঠে জমিসহ দীঘি বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
ধ্রুব মুখার্জী, ট্যাক্স কনসালটেন্ট
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

সমঝোতা হয়নি বামফ্রন্টেও (১ম পৃষ্ঠার পর)

আরএসপি, ফঃ ব্লক সবাই পৃথকভাবে লড়বে। পুরসভার ১৭নং ওয়ার্ড বর্তমানে ফঃ ব্লকের দখলে থাকলেও আরএসপি ঐ ওয়ার্ড চেয়ে বসায় আসন সমঝোতার জট এখনও খোলেনি। এরূপ পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রবীণ অভিজ্ঞ মানুষদের মতে ধুলিয়ান পুরসভার বোর্ড বরাবরই খিচুড়ি অবস্থায় থাকে। এখানে ১৯টি ওয়ার্ডে ১৯টি পৃথক দল জিতলেও কেউ আশ্চর্য হবে না। যদিও এর ফলভোগ করতে হয় পুরবাসীদের। পুরসভায় অনাস্থা, বিক্ষোভ আর মারামারি লেগেই থাকে। শহরের উন্নয়নে কারও নজর থাকে না। রাস্তা-ঘাট, নর্দমা, বৈদ্যুতিক অবস্থার হাল গ্রামাঞ্চলের থেকেও তাই করুণ।

"সহজপাঠ" উপেক্ষিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। জনগণের এবং কিছু বিরোধী রাজনৈতিক পার্টির চাপে নূতন "কিশলয়" এর সাথে "সহজ পাঠ" বইটিকেও রেখে দেওয়া হয়। তখন থেকেই "সহজ পাঠ" শিক্ষাদানে অবহেলা চলে আসছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে মাতৃভাষার দুটি বই পড়া কষ্টসাধ্য। যারফলে সহজ পাঠ উপেক্ষিত হয়ে পড়ছে। এমনকি ১৯৮১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে যতগুলো প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে তাতে সব বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক নিয়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত আলোচনা হলেও "সহজ পাঠ" নিয়ে কোন প্রশিক্ষণ হয়নি। বর্তমানে ডিপিইপি শিক্ষা প্রকল্পে শিক্ষা-উপকরণ তৈরী করে শিক্ষাদান করার কথা বলা হলেও ডিপিইপি-র প্রশিক্ষণ শিবিরে সহজ পাঠের উপর শিক্ষা উপকরণ তৈরীর কথা বলা হয়নি। প্রশিক্ষকরাও "সহজ পাঠ"-কে সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন।

বন্ধে প্রশাসনের কোন মাথা ব্যথা নেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

বরদাস্ত করা হবে না। অথচ অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। আরো জানা যায়—বর্তমান এসডিপিও বিশ্বরূপ ঘোষ বীরেন্দ্রনগরের ও ফ্রেজারনগরের গণ্ডগোল মেটাতে গত ২৬ মার্চ বিকেলে থানায় উভয় গ্রামের বিবাদমান সিপিএম এবং বিজেপি নেতাদের ডেকে পাঠান। কিন্তু বিজেপির লোকেরা ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও সিপিএমের বীরেন্দ্রনগরের তিনজন ছাড়া কেউ আসেনি।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | অচিন্ত্য মনিয়া সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত—

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ ✶ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রাঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ডাঃ গোপল সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস) (স্ত্রী ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।